শুল্কের হার ঃ—

সরকার	আবেদন শুল্ক		তথ্য পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত শুল্ক				রেকর্ড নিরীক্ষণ	অর্থ প্রদানের পদ্ধতি
কেন্দ্রীয়	১০ টাকা	এ-ফোর এবং এ-থ্রি কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা	বড় আকারের কাগজের জন্য বাজার দর অনুযায়ী	মুদ্রিত রিপোর্টের জন্য যা খরচ হয় অথবা প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা	ফ্লপি বা সিডির জন্য ৫০ টাকা	নমুনার নকল না নথির জন্য যত খরচ পড়ে	প্রথম ঘন্টার জন্য বিনা খরচে এরপর প্রতি ঘন্টায় ৫ টাকা	নগদ, ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্ক চেকের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া যাবে
ত্রিপুরা রাজ্য সরকার	১০ টাকা	এ-ফোর এবং এ-থ্রি কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা	বড় আকারের কাগজের জন্য বাজার দর অনুযায়ী প্রকৃত মূল্য	মুদ্রিত রিপোর্টের জন্য যা খরচ পড়ে। বাজার দর	ফ্লপির জন্য ৫০ টাকা	নমুনার নকল বা নথির জন্য যত খরচ পড়ে	প্রথম এক ঘন্টার জন্য কোন ফি লাগবে না পরবর্তী প্রতি ঘন্টা বা তার অংশের জন্য ৫ টাকা	নগদে টাকা জমা দিতে হবে

- আপনার জানতে চাওয়া তথ্য দিলে অপরাধী সনাক্তকরণের তদন্তে অথবা অপরাধীকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।
- আপনার জানতে চাওয়া তথ্য নিছকই ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য, সমষ্টির হিতে নয়।
- জনস্বার্থ ব্যতীত কোন ব্যক্তির নিকট বিশ্বস্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে রক্ষিত তথ্য।
- জনস্বার্থ ব্যতীত বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক গোপনীয় তথ্য।
- কেবিনেট মিটিং-এর কাগজপত্র, মন্ত্রী, সচিব ও অন্যান্য অফিসারের মধ্যেকার আলোচনার বিশদ বিবরণ। তবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সিদ্ধান্তের বিবরণ এবং যে সব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারণ সহ সেই সব বিষয়ের তথ্য দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এসব ব্যতিক্রম ছাড়াও যদি আপনাকে তথ্য দিলে জন্য কল্যাণ হয় অথবা অন্যদের লোকসান কম হয় তবে সে সব তথ্য আপনাকে দেওয়া হবে।

(১) তথ্য না পেলে কি করতে হবে? কর্তৃপক্ষের নিকট প্রথম আপিল

- যদি জন-তথ্য-আধিকারিক আপনার আবেদনপত্র নিতে অস্বীকার করেন।
- যদি সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পাওয়া যায়।
- যদি জন-তথ্য-আধিকারিক-এর কাছ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কোন জবাব না পাওয়া যায়।
- যদি জন-তথ্য-আধিকারিক অন্যায্য ভাবে আপনাকে তথ্য দিতে অস্বীকার করেন।
- যদি জন-তথ্য-আধিকারিক আপনার আবেদন পত্র পাওয়ার পর আপনি যে সব বিষয়ে তথ্য জানতে চাইছেন তার নথিপত্র নষ্ট করে ফেলেন।
- প্রত্যেক জন-তথ্য-আধিকারিকের উপরের স্তরে আপিল করার জন্য একজন পদস্থ আধিকারিক রয়েছেন। ঐ পদস্থ আধিকারিকের ঠিকানা অনুযায়ী চিঠি লিখে প্রথম আপিল দাখিল করুন।

(২) রাজ্য তথ্য কমিশনের নিকট দ্বিতীয় আপিল

- প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে;
- নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার সিদ্ধান্ত না জানালে ৯০ দিনের মধ্যে রাজ্য তথ্য কমিশনের নিকট দ্বিতীয় আপিল করা যাবে। এর জন্য কোন প্রকার ফি লাগবে না।

আপিল পদাধিকারীরা ৩০ দিনের মধ্যে আপনার আপিলের উপর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য।

এছাড়াও

আপনি লিখিতভাবে তথ্য আয়োগে অভিযোগ জানাতে পারেন।

কেন্দ্রীয় স রকারের যে কোন দপ্তরের ক্ষেত্রে আপনি কেন্দ্রীয় তথ্য আয়োগে অভিযোগ জানাতে পারেন। রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের কোন দপ্তর সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে আপনি রাজ্য তথ্য আয়োগে চিঠি লিখে অভিযোগ জানান। বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তথ্য আয়োগ আপনার অভিযোগ সম্পর্কে বিচারের জন্য

ত্রিপুরা তথ্য আয়োগ
পণ্ডিত নেহরু কমপ্লেক্স, গোর্খা বস্তি, আগরতলা,
ত্রিপুরা-৭৯৯০০৬,
ফোন ঃ ০৩৮১-২২১৮০২১/২২২৬৫৬১/ ২২২৪১৪৬।
ই-মেল ঃ scis.tic_tr_@nic.in

কেন্দ্রীয় তথ্য আয়োগ
ব্লক নম্বর-৪ পাঁচ নম্বর মঞ্জিল, পুরানা জে এন ইউ ক্যাম্পাস,
নয়া দিল্লী-১১০০৬৭ (ই-মেল ঃ pkgera@nic.in)
ফোন/ফ্যাক্স ঃ ০১১-২৬৭১-৭৩৫৪

তথ্য না দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব জন-তথ্য-আধিকারিকদেরই।

অভিযোগের তদন্ত করার সময় তথ্য আয়োগ দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে দেওয়ানী বিধি অনুযায়ী কাজ করবেন।

তথ্য আয়োগের সিদ্ধান্ত মেনে চলা বাধ্যতামূলক

সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে ডেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সংশ্লিষ্ট যেকোন নথি চাইতে পারেন। উপরে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে তদন্তে যদি জন তথ্য আধিকারিক দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হন, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে। তথ্য আয়োগ প্রতিদিন ২৫০ টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ঐ জন-তথ্য-আধিকারিকের কাছ থেকে আদায় করতে পারেন। যদি কোন জন-তথ্য-আধিকারিক এই আইন বারবার লঙ্ঘন করেন তবে, তথ্য আয়োগ সংশ্লিষ্টের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আদেশ দিতে পার।

আপনার সামনে চ্যালেঞ্জ!
আজ সারা দেশে লক্ষ লক্ষ নাগরিক সরকারের কাজ হিসেব চাইতে শুরু করেছেন।
আপনি কি এই গণ অভিযানের সাথে নিজেকে যুক্ত করবেন না? আপনার জানার অধিকার প্রয়োগ করুন। আপনার বিকাশের দিক নিজেই নির্ণয় করুন।

ত্রিপুরা তথ্য আয়োগ
পণ্ডিত নেহরু কমপ্লেক্স, গোর্খা বস্তি, আগরতলা
ত্রিপুরা-৭৯৯০০৬
ফোন ঃ ০৩৮১-২২১৮০২১/২২২৬৫৬১/
২২২৪১৪৬। ই-মেল ঃ scis.tic_tr_@nic.in

কেন্দ্রীয় তথ্য আয়োগ
ব্লক নম্বর-৪ পাঁচ নম্বর মঞ্জিল, পুরানা জে এন ইউ ক্যাম্পাস,
নয়া দিল্লী-১১০০৬৭ (ই-মেল ঃ pkgera@nic.in)
ফোন/ফ্যাক্স ঃ ০১১-২৬৭১-৭৩৫৪

কমনওয়েলথ হিউমেন রাইটস্ ইনিসিয়েটিভ
বি-১১৭, সর্বদয় ইনক্লেব, নয়াদিল্লি-১১০০১৭
ফোন ঃ ০১১-২৬৮৬৪৬৭৮, ২৬৮৫০৫২৩
ই-মেল ঃ chriall@nda.vsnl.net.in
ওয়েবসাইট ঃ www.humanrightsinitiative.org

তথ্য জানার অধিকার

বাঁচার অধিকার

আপনি ব্যবসায়ীর কাছে হিসাব চান
দুধওয়ালার কাছে হিসাব জানতে চান

তবে

সরকারের কাছে
হিসাব চাইবেন না কেন?

তথ্য — আমাদের মৌলিক অধিকার
তথ্য দিতে — সরকার দায়বদ্ধ

আপনি কি জানতে চান?

- প্রতি মাসে আপনার কি পরিমাণ রেশন পাওয়া উচিত কিংবা আপনার ন্যায্যমূল্যের দোকানে প্রতি মাসে কতটা রেশ আসে?
- আপনার গ্রামে কেন পাকা রাস্তা নেই? কিংবা আপনার গ্রামের রাস্তা মেরামত করতে কত টাকা এসেছে এবং কি পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে?
- আপনার ঘর-বাড়িতে কবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পৌঁছুবে?
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আপনার কি কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত বা প্রয়োজন?
- আপনার গ্রামের স্কুলে শিক্ষক কেন আসেন না?
- আপনার যেহেতু থাকার জন্য কোন ঘর নেই, তাই সরকারের আবাস যোজনার সুফল কিভাবে আপনি পেতে পারেন?
- বার্ধক্যভাতা পেতে সরকারী আইনী প্রক্রিয়া কি?

এ ধরনের বহু প্রশ্নের জবাব পেতে আপনি সরকারী দপ্তরে কতবার তথ্য জানার চেষ্টা করেছেন?

বারবার কি আপনাকে খালি হতে ফিরে আসতে হয়েছে? কিন্তু আজকে পরিস্থিতি বদলেছে। সরকারী আধিকারিকদের ঠিক ঠিক জবাব দিতেই হবে। কারণ, ২০০৫ সালের ১২ অক্টোবর থেকে সারা দেশে 'তথ্য জানার অধিকার আইন' জারি হয়েছে।

আপনার বিধায়ক ও সাংসদের যেসব তথ্য জানার অধিকার রয়েছে, সেসব তথ্য আপনাকে দিতে সরকার অস্বীকার করতে পারেন না।

তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫ মোতাবেক

- আপনি পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের দপ্তর পর্যন্ত সব সবকারী অফিস থেকে তথ্য জানতে পারেন।
- কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যেকটি দপ্তরে জন সাধারণকে তথ্য দেওয়ার জন্যে 'জন-তথ্য-আধিকারিক'দের নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- প্রত্যেক জন-তথ্য-আধিকারিক আপনাকে তথ্য দিতে বাধ্য।

ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আপনার রায়ে সরকার নির্বাচিত হয়। আপনার প্রদত্ত কর-এর টাকায় সরকারের কাজ চলে। বাজার থেকে আপনি যখন কোন জিনিস কেনেন, তখন সেই জিনিসের দামের সাথে সাথে কর-এর পয়সাও আদায় করে দেওয়া হয়।

তাই যেহেতু সরকার আপনার, পয়সাও আপনার, তো হিসাবটা কার?

এখন আপনি —

- যে কোন সরকারী ফাইল বা নথিপত্র দেখতে চাইতে পারেন।
- যে কোন নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।
- যে কোন নথির প্রত্যয়িত কবি পা নকল নিতে পারেন।
- যে কোন সামগ্রীর প্রমাণিত নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন।
- বৈদুতিন মাধ্যমে পাওয়া যায় এমন যে কোন তথ্য আপনি পেতে পারেন।

কেমন করে তথ্য পাবেন?

নিম্নোক্ত তথ্য সমূহ সরকারী দপ্তরগুলোতে সরকারীভাবেই বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

- দপ্তরে কর্মরত আধিকারিক এবং কর্মচারীদের নাম, তিনি কোন্ পদে আছেন, তাঁর অধিকার এবং বেতন।
- কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মপদ্ধতি এবং কর্মচারীদের কর্তব্য পালন নির্ণায়ক মাপকাঠি।
- সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কর্ম পদ্ধতি যেসব নিয়মবিধি-নির্দেশিকা বা আদর্শের দ্বারা পরিচালিত — তার তথ্য জ্ঞাপন।
- সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যে সব নথি পাওয়া যায় তার সবকিছু প্রজ্ঞাপন।
- প্রত্যেকটি পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ, প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং সে সম্পর্কিত সমস্ত রিপোর্ট।
- জনকল্যাণকারী পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি, এর সুফল কারা পেয়েছেন তার তালিকা এবং বণ্টিত অর্থের পরিমাণ জ্ঞাপন।
- সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে যাদের সহায়তা সুযোগ-সুবিধা পারমিট ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে — সেই তালিকার বিজ্ঞপ্তি।

প্রত্যেক জন-তথ্য-আধিকারিক এর কাছে তাঁর কম্পিউটারে বা পুস্তিকার আকারে ওপরের সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে। আপনি চাইলেই জন-তথ্য-আধিকারিককে তাঁর কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট নিয়ে অথবা ফটোকপি করে আপনাকে সেসব তথ্য দিতে হবে। আবেদনপত্র অথবা আবেদন শুল্ক দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল প্রতি পৃষ্ঠা হিসাবে দুই টাকার শুল্ক দিতে হবে।

অন্যান্য তথ্য জানার প্রক্রিয়া

ওপরে উল্লিখিত তথ্যাবলি ছাড়াও জন-তথ্য-আধিকারিক-এর কাছে আরও কিছু জানার তথ্য রয়েছে। যেমন - যেকোন ধরনের অভিজ্ঞাপন, জ্ঞাপন, রায়, পরামর্শ, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, লগ বুক, কন্ট্রাক্ট, রিপোর্ট, নমুনা, দস্তাবেজ, মন্ডল সম্পর্কিত ঘোষণা ইত্যাদি।

- এসব ক্ষেত্রে জানতে হলে আবেদন শুল্ক সহ আবেদনপত্র জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জন্য-তথ্য-আধিকারিকের কাছে। আবেদনপত্রটি ডাক অথবা ই-মেলেও পাঠানো যেতে পারে (শুল্কের হার পৃথক কলামে উল্লেখ করা হয়েছে)।

নীচে উল্লিখিত নমুনা অনুযায়ী আপনি সাদা কাগজেও আবেদন পত্র জমা দিতে পারেন।

আপনি কেন তথ্য জানতে চাইছেন, সে সম্পর্কে কারণ জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকার জন তথ্য আধিকারিক এর নেই। কারণ না জানিয়ে আপনি যেকোন প্রকার তথ্য জানতে পারেন।

- আবেদন শুল্ক ছাড়াও জন-তথ্য-আধিকারিক দ্বারা নির্ধারিত অতিরিক্ত শুল্ক আপনাকে জমা দিতে হবে। (দস্তাবেজের ফটোকপি অথবা ফ্লপি বা সিডি-এর জন্য শুল্ক কি হারে হবে তা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো।)
- আবেদনপত্র জমা পড়ার ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে জন-তথ্য আধিকারিক তথ্য জানতে বাধ্য।

যদি তথ্য জানার ব্যাপারটি কোন ব্যক্তির বেঁচে থাকার বা তার ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে আটচল্লিশ (৪৮) ঘন্টার মধ্যে তথ্য জানাতে হবে।

ফরম - এ

তথ্য জানার অধিকার আইন - ২০০৫' মোতাবেক আবেদন পত্রের নমুনা

প্রতি,

জন-তথ্য আধিকারিক/সহায়ক জন-তথ্য-আধিকারিক (বিভাগ/যে জন-তথ্য কতৃপক্ষের তথ্য জানাতে চাওয়ার আবেদন তার নাম)

.....

(১) আবেদনকারীর নাম .....

যোগাযোগের নম্বর সহ ঠিকানা.....

(২) ভারতীয় নাগরিক কি না.....

(৩) দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বসবাসকারী কিনা,

যদি হ্যাঁ হয় প্রামাণ্য তথ্যের নম্বর সঙ্গে দিন.....

(৪) জ্ঞাতব্য তথ্যের পূর্ণ বিবরণ.....

(৫) কি উপায়ে তথ্য পেতে চান.....

(৬) প্রদত্ত ফি এবং অতিরিক্ত অগ্রিম ফি প্রদানের বিবরণ

(৭) দরখাস্তের তারিখ.....

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

- এছাড়া আপনি আবেদনপত্রের সাথে আবেদন শুল্ক দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যে কোন নথি নিরীক্ষণ করতে পারবেন। (শুল্ক কি হারে দিতে হবে তা পেছনের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো।)
- কিন্তু জন-তথ্য আধিকারিক আপনাকে তথ্য দিতে অস্বীকার করতে পারেন যদি আপনি যে তথ্য জানতে চাইছেন তা দেশের একতা, সুরক্ষা, রণনীতি, বিজ্ঞান বা আর্থিক হিতের প্রতিকূল অর্থাৎ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।
- আদালত বা কোন ট্রাইবুনাল কর্তৃক নিষিদ্ধ বা আদালত অবমাননা হয় এমন তথ্য।
- আপনার তথ্য জানার বিষয়টি কোন অপরাধ সংশ্লিষ্ট বা অপরাধে উৎসাহ দিতে পারে।
- যে তথ্য দিলে কোন ব্যক্তির জীবন ও নিরাপত্তা সংকটাপন্ন হতে পারে।
- সংসদ ও রাজ্য আইনসভার স্বাধিকার ভঙ্গ হয় এমন তথ্য।
- প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রাপ্ত বিদেশী রাষ্টের তথ্য।